উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গায়

পাশবিক অত্যাচার দেখে এলাম

আমাদের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী (!) মমতাদি কোথাও কোনো অঘটন ঘটলেই সেখানে ছুটে যান। যাননি শুধু দেগঙ্গায়। তাহলে সেখানে কোনো অঘটন কি ঘটেনি?

আমাদের ভাবী প্রধানমন্ত্রী (!) রাহুলজী কয়েকদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে ঘুরলেন, কিন্তু তাঁর মুখে দেগঙ্গা সম্পর্কে একটি শব্দও শুনলাম না। কংগ্রেসীরা কি তাকে কোনো তথ্য দেননি?

দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক সুকুমার মিত্র ঢালি পাড়ায় হিন্দু মহিলাদের আশ্রয় দিয়েছে মুসলমানরা, এ খবর খবর পেলেন, কিন্তু খেজুরিডাঙ্গার বকসী বাড়ির ৮ জন হিন্দু মুসলিম পাড়ায় আশ্রয় পেতে ব্যর্থ হয়েছেন, সে খবর রাখেন কি? আর আপনি 'ভাড়াটে হিন্দুত্ববাদী' শব্দ দু'টি ব্যবহার করলেন (দৈ.স্টেটসম্যান, ১৯.৯.'১০) কিসের ভিত্তিতে?

লক্ষ লক্ষ বাঙালি যারা মহাপ্রভুর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র দিয়ে ইহলোকের সব শোক-তাপের অবসান ঘটাতে চান, যারা বিশেষ 'ব্যাজ' পরিয়ে ভক্তদের বৈকুণ্ঠে পাঠাবার গ্যারান্টি দেন, যে মহানামব্রতীরা ইসলাম শব্দের অর্থ করেন, 'আই স্যাল লাভ অল ম্যানকাইণ্ড' (I shall love all mankind), যারা স্বর্গের পরিবর্তে 'রামকৃষ্ণলোক' বানিয়েছেন, তারা এখন কোথায় আছেন? কোথায় আছেন লোকনাথ বাবার ভক্তরা, জন্মসিদ্ধ ঠাকুরের অনুগামীরা এবং ঠাকুর অনুকুল চন্দ্রের অনুসারীরা? তারা কি এখন কীর্তন করছেন, ধ্যান করছেন, না বৈকুণ্ঠে যাবার জন্য নতুন কোনো 'ব্যাজ' তৈরী করছেন? কয়েক ঘন্টার জন্য এই কাজ বন্ধ করে দেগঙ্গায় গিয়ে দেখে আসুন হাজী তিতুমীরের উত্তরসূরী একালের হাজীরা কী সব প্রেমের কাণ্ড ঘটাচ্ছেন।

সি.পি.এম-এর অনেক পার্টি অফিস চোখে পড়ল। একটিও খোলা ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও 'সত্যবাদী' বিমান বসুর কোনো অনুগামীকে খুঁজে পাইনি। তাদের কাছে প্রশ্ন, প্রায় ৫০ বর্গ কি.মি. এলাকায় যে সব হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা কি সবাই শ্রেণী শত্রু? আর আফিম কি শুধু হিন্দু ধর্ম?

২০১০-এর ৬,৭ এবং ৮ সেপ্টেম্বর, গত ৫০ বছরের মধ্যে তিনটি কালো দিন। বারাসাত জিলা শহর থেকে পূর্বদিকে দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত দেগঙ্গা বাজার, কার্তিকপুর বাজার, খেজুরিডাঙ্গা এবং বেলিয়াঘাটা বাজার সংলগ্ন প্রায় ৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় হিন্দুদের উপর পাশবিক অত্যাচার ঘটে গেল। এই এলাকার হিন্দুদের শতকরা ৭০ ভাগ পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হিন্দু। দেগঙ্গা থানার পশ্চিমদিকে চট্টলপল্লী নামে একটি পাড়া আছে। অধিবাসীরা সকলেই পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম থেকে আগত। গত ৪০ বছর ধরে তাদের পাড়ায় দুর্গাপূজো হয়ে আসছে। বাস রাস্তা দিয়ে এই পাড়ায় যেতে হলে ২ একর পরিমিত একটি প্লট পেরোতে হয়। এই প্লটটির বাঁদিকের কিছু অংশে মুসলমানরা বেআইনিভাবে কবরখানা করেছে। প্লটটি একসময় রানি রাসমনির মালিকানাধীন ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্লটটিকে অনেকদিন আগে খাস করে নিয়েছে। প্লটটির ডানদিকে অংশের ১৬ ফিট চওড়া একটি রাস্তা আছে। এই রাস্তা দিয়ে চট্টলপল্লীবাসীরা যাতায়াত করেন এবং পূজোর সময় হাজার হাজার মানুষ পূজো দেখতে আসেন।

স্থানীয় মুসলমানদের একটি বড় অংশের ইচ্ছা বিতর্কিত প্লটটিকে দেওয়াল তুলে ঘিরে দিয়ে চট্টলপল্লীবাসীদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এর ফলে পুতুল পূজোর মতো ক্ষমাহীন পাপের কাজ বন্ধ করে দেওয়া যাবে এবং বাঙালি হিন্দুদের বাস্তুচ্যুত করা যাবে। গত ১৫.৯.২০১০ তারিখে অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্টের উদ্যোগে আমরা প্রথমেই চট্টলপল্লীতে গিয়ে জানতে পারি, গত ৬ সেপ্টেম্বর সকালবেলা প্রায় ১ হাজার মুসলমান এসে পাকা রাস্তা এবং বিতর্কিত প্লটটির সীমারেখায় দেওয়াল তৈরির জন্য ভিত কাটা শুরু করে। হিন্দুরা এই কাজে বাধা দিলে মুসলমানরা অশ্লীল ভাষায় গালাগাল শুরু করে এবং অমল কর নামে এক ব্যক্তিকে প্রচণ্ড মারধোর করে। হঠাৎ বসিরহাটের সাংসদ (তৃণমূল কংগ্রেস) হাজী নুরুল ইসলাম এসে উপস্থিত হন। সঙ্গে নিয়ে আসেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী রত্না রায়চৌধুরীকে। উভয়পক্ষ তাদের কাছে অভিযোগ জানালে হাজী সাহেব মিটমাট করার উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে দেগঙ্গা থানায় গিয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে দারোগাবাবুর সঙ্গে কথা বলে চলে যান ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে, জামে মসজিদে। সেখানে ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে মসজিদের ছাদে স্থায়ীভাবে মাইক বসান। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন গত নির্বাচনের আগে হাজী সাহেব কথা দিয়েছিলেন, নির্বাচনে জয়ী হলে তিনি বিতর্কিত জমিটি মুসলমানদের হাতে তুলে দেবেন এবং মসজিদে স্থায়ীভাবে মাইক বসিয়ে দেবেন। আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিতর্কিত জমিটি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা চলছে এবং আলোচ্য মসজিদে স্থায়ীভাবে মাইক না বসানোর নির্দেশ আছে কোর্টের।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে হাজী সাহেব গিয়েছিলেন তা এখনও রহস্যময়। বিরাট সংখ্যক মানুষের অভিযোগ, তিনি রত্নাদেবীকে নিয়ে রাত ৯-টা পর্যন্ত থানার ভিতরে ছিলেন। ইফ্‌তারের পরে বিকেল ৫-টা নাগাদ প্রায় ২ হাজার মুসলিম গুণ্ডা বোমা, পিস্তল, ভোজালি এবং অ্যাসিড বাল্‌ব নিয়ে দেগঙ্গা বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় একযোগে হিন্দুদের আক্রমণ করে। থানায় ফোন করা হয়; কিন্তু ফোন ধরেননি কেউ।

আমরা বেলা ১২-টা থেকে বিকেল ৫-টা পর্যন্ত দেগঙ্গা বাজার, কার্তিকপুর বাজার, খেজুরিডাঙ্গা গ্রাম এবং বেলিয়াঘাটায় প্রায় ৫০ জন মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। এদের মধ্যে ছিলেন চট্টলপল্লীর খোকন চোধুরী সহ ৫ জন, দেগঙ্গার উত্তম সাহা, গোপাল মণ্ডল, অরুণ সাধুখাঁ, কানাইলাল গুপ্তা, গোপাল সরপুরিয়ার ছেলে, সজলকৃষ্ণ দাস, কাজল দাস এবং আরও অনেকে। কার্তিকপুর বাজারে আমরা কথা বলেছি বিমল ঘোষ সহ আরও অনেকের সঙ্গে। বিমলবাবুর নিজের দোকান ভাঙচুর হয়েছে। কিন্তু তার ভাড়াটে একজন মুসলমানের দোকানপাটের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি। এই বাজারে মহিমা বস্ত্রালয়ের

মালিক একজন মুসলমান। তার কণামাত্র ক্ষতি হয়নি। ৭ তারিখ সকালে ওখানে র‍্যাফ নামে। তাদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গুণ্ডারা রাস্তার উপরে প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের ৪টি গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। এগুলোর কঙ্কাল রাখা আছে দেগঙ্গা থানার পাশে। কার্তিকপুরের একটি কালীমূর্তি ভেঙ্গে সকলের সামনে মন্দিরের মধ্যে প্রস্রাব করে দিয়েছে। কার্তিকপুর থেকে ১ কিলোমিটার দূরে খেজুরিডাঙ্গায় ৪-টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির মালিকদের নাম-সুধারানী ঘোষ, নেপাল ঘোষ, বাদল ঘোষ এবং হরেন্দ্রনাথ বক্সী। এই বাড়ীগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৮ তারিখ বুধবার। তখন বড় রাস্তা দিয়ে র‍্যাফ এবং সেনাবাহিনী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ঐ মঙ্গলবার বেলা ১১-টা নাগাদ পুলিশের একটি গাড়ি হরেনবাবুর বাড়ির সামনে আসে। গুণ্ডারা গাড়ি থেকে পুলিশেদের নামিয়ে দিয়ে বেপরোয়াভাবে পেটাতে থাকে এবং গাড়িটিকে পুকুরে ফেলে দেয়। বক্সীবাড়ির ৮ জন মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ১ কিমি দৌড়ে মুসলমান পাড়ায় আশ্রয় চায়। সেখানে আশ্রয় না পেয়ে পার্শ্ববর্তী দাসপাড়ার এক হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তখন বক্সীবাড়ি এবং ঘোষবাড়ি দাউদাউ করে জ্বলছে। গুণ্ডারা ভুল করে সাদাত আলি নামে এক মুসলমানের বাড়িটি পুড়িয়ে দেয়। তার স্ত্রী অকপটে আমাদের কাছে একথা স্বীকার করেছে।

কার্তিকপুরের পরে আমরা এলাম বেলেঘাটায়। এখানে বাচ্চু কর্মকারের বাড়ি এবং তার কাছাকাছি ১২/১৩-টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি মজবুত বাড়ির গেট ভাঙ্গা হয়েছে বোম চার্জ করে। টাকার অঙ্কে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েচে বাচ্চু কর্মকারের। তিনি ঐ এলাকার সবচেয়ে বড় স্বর্ণ ব্যবসায়ী। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, ৭ তারিখ ভোরে র‍্যাফকে ঢিল ছুঁড়তে গেলে র‍্যাফের গুলিতে একটি মুসলিম ছেলে (সাহাবুদ্দিন) মারা যায়। কিন্তু দুর্বৃত্তরা রটিয়ে দেয় যে, বাচ্চু কর্মকার তার লাইসেন্স করা বন্দুক দিয়ে ঐ ছেলেটিকে গুলি করে মেরেছে। এই ভিত্তিহীন অপরাধের জন্য বাচ্চুবাবুর সোনার দোকান লুটপাট করা হয় এবং তার বাড়িটি সম্পূর্ণ ভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পড়ে আছে শুধু খাঁচাটি। বাচ্চুবাবু ভাগ্যজোরে ছেলে মেয়ে নিয়ে পালিয়ে যান। আজও তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমরা অতি কষ্টে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি বলেন, কোনদিন আমাদের বাড়িতে বন্দুক ছিল না। আজও নেই। আমাদের দোকান এবং ঘরবাড়ি লুট করার জন্যই এই প্রচার। এই একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া অন্য কোথাও কোন মুসলমানের তিল পরিমাণ ক্ষতি হয়নি।

তারপর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় ৭৫ বছর বয়স্ক বিশ্বনাথ ঘোষ। তার বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই তাকে ঘুষি মারে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে তার একটি দাঁত পড়ে যায়। অন্য আর একজন বিশ্বনাথবাবুর ছেলে জগদীশকে এলাপাথাড়ি মারতে শুরু করে। অন্যান্যরা মেয়েদের শরীর থেকে গহনা ছিনিয়ে নিয়ে মারতে শুরু করে। প্রতিটি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের ক্ষতির পরিমাণ কম করেও ৫ লক্ষ টাকা।

সময়ের অভাবে আমরা সব বাড়িতে যেতে পারিনি। তবে তপন ঘোষ এবং নারায়ণ ঘোষের বাড়িতে গিয়েছে। নারায়ণ ঘোষের একটি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। গুণ্ডারা সকলেই স্থানীয়। এখানেই থাকেন অঞ্চল প্রধান সদস্য (তৃণমূল) তথা শিক্ষক তারাপদ ঘোষ। অনেকের অনুরোধে আমরা তার সঙ্গে কথা বলি। তিনি আমতা আমতা করে হাজী নুরুল ইসলাম সাহেবকে সমর্থন করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। ইনি স্বীকার করলেন ঐ ৩ দিনের ঘটনা হিন্দুদের উপর মুসলমানদের পরিকল্পিত অত্যাচার। আমরা প্রশ্ন রাখি, তৃণমূল সমর্থনকারী হিসেবে আপনি সি.পি.এম-কে দায়ী করবেন কী? উত্তর তিনি বললেন, এই তিনদিন প্রশাসন প্রায় নিষ্ক্রিয় ছিল? এই নিরিখে আমি বামফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করছি। পরদিন ওখানকার অঞ্চল পঞ্চায়েত সদস্যা শ্রীমতি কবিতা বৈদ্য টেলিফোনে জানান, তাদের বাড়ীর সকলের গায়ে দুষ্কৃতিরা কেরোসিন ঢেলে তাদের পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে হাত-পা ধরে কোনো রকমে ছাড়া পান।

বন্ধুগণ, সরেজমিনে খোঁজখবর নিয়ে আমরা বলছি ঐ কালো ৩ দিনের পাশবিক কাজকর্ম একটি নিষ্ঠুর এবং সাম্প্রদায়িক পরিকল্পনার ফল। এই অপকর্ম শুরুর আগে কোনো রাজনৈতিক দলের (তৃণমূল, কংগ্রেস বা কমিউনিষ্ট) কোনো হিন্দু নেতা বা কর্মী জানতেন বলে আমরা মনে করি না। আমরা যেমন স্পটে গিয়েছি, আপনারাও তেমনি স্পটে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে খোঁজ খবর নিলে আমাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আপনারাও সহমত পোষণ করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে এ পর্যন্ত যারা থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন, তাদের কয়েকজন হলেন, সর্বশ্রী সুজিত মণ্ডল, হরেন্দ্রনাথ বক্সী, সুজিত কুমার ঘোষ, বিশ্বনাথ ঘোষ, জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, লক্ষীকান্ত ঘোষ, সুব্রত কুমার চৌধুরী, সুকুমার দে এবং বিকাশ চন্দ্র ঘোষ। স্থানীয় বাসিন্দারা কেবলমাত্র বেলিয়াঘাটা বাজারের ৬০ জন ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের নামের একটি তালিকা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

বি.দ্র ঃ আমাদের জানামতে ১৫.৯.১০ তারিখ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসেননি। তাই দেগঙ্গা এলাকায় যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর বই-পত্র এবং জামা-কাপড় পুড়ে গেছে তাদেরকে সাহায্য দেবার জন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

ভারতীয় মুক্ত সমাজের পক্ষে আহ্বায়ক শ্রীস্বপন কুমার দাস কর্তৃক প্রকাশিত। (ফোন- ৯২৩১৪২৮১৯৪)
তথ্য সংগ্রহ ও সম্পাদনা ঃ শ্রীদেবজ্যোতি রায়।
প্রচারে ঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত (৯৪৩৩০৪৭১৪৪) এবং শ্রীসুজিত কুমার সিকদার (৯৪৩৩৫৪০৯০৭)

হিন্দু সংহতি
দ্বারা প্রচারিত
৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২, ফোন - (০৩৩) ২২৫৭ ২৬৮৮
ওয়েব সাইট ঃ <www.hindusamhati.org>
<www.hindusamhatitv.blogspot.com>